আমাদের সময়

তারিখ ....14 AUG..2015...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ .....

ছোট হয়ে আসছে ঢাবি

সানাউল হক সানী ●

প্রাচ্যের বাতিঘরখ্যাত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) জমি দখলে নেওয়ার মহোৎসব চলছে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার ১৫ বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে শুরু হয় বেদখল। এখনো অব্যাহত রয়েছে। শাসক দল-সমর্থিত বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানও এ দখল প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এদিকে সময়ের প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাসে গড়তে হচ্ছে নতুন নতুন ভবন। একদিকে জমি হ্রাস পাওয়া, অন্যদিকে নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণের কারণে প্রকৃতিবান্ধব পরিবেশ হারাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে। সবুজের সমারোহ ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে ইট-কাঠ-পাথরের দেয়ালে। উদ্বেগের বিষয় এই যে, বেদখল জমি উদ্ধারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জোরালো কোনো উদ্যোগ নেই।

পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও স্টাফদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ভবনে ভবনে ছেয়ে গেছে পুরো ক্যাম্পাস। সবুজ প্রকৃতিকে দখল করে নিয়েছে বাস্তবতা। জায়গার অভাবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাশেই তোলা হয়েছে ছয় তলাবিশিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ। উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ ভবনের মাঝে নির্মাণ করা হয়েছে শিক্ষকদের আবাসস্থল মুনীর চৌধুরী ভবন। শিববাড়ী এলাকার একমাত্র ফাঁকা স্থানে নির্মিত হয়েছে কর্মচারীদের আবাসস্থল বঙ্গবন্ধু টাওয়ার। মোদ্দা কথা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ জমি দরকার, তার সবটুকুতেই একের পর এক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। জমি সংকটের কারণে অসংখ্য গাছ কেটে ক্রমেই ক্যাম্পাসের পরিবেশকে ঘিঞ্জিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর করে তোলা হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পাসের মূল সৌন্দর্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেহাতের ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা গেছে, ১৯২১ সালে অভিজাত এলাকা রমনা অঞ্চলে নবাব পরিবারের দেওয়া ৬০০ একর জমি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ১৯৩৬ সালে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক স্যার এএফ রহমান এবং সেক্রেটারি অব ইন্ডিয়া ইন কাউন্সিল এমএ স্টুয়ার্টের মধ্যে একটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়। দলিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৭ একর ৭০ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রি করা হয়। মূলত ওই চুক্তির মাধ্যমেই একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে ৩০০ একর জমি বেহাত হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেহাত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন রিকুইজিশন

- ৬০০ একর জমির মধ্যে আছে ২৫৮ একর
- পুলিশ, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও দখলদারদের ছোবল
- বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা

করে তৎকালীন সরকার গড়ে তোলে সামরিক হাসপাতাল। পরে এটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। আর পাকিস্তান আমলে প্রশাসনিক ভবন দখল করে প্রতিষ্ঠা করা হয় হাইকোর্ট। এরপর ক্রমান্বয়ে বুয়েট, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা, সচিবালয়, পাবলিক লাইব্রেরি, জাতীয় জাদুঘরের জন্য জমি ছেড়ে দিতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। এর বাইরে মিন্টো রোড ও হেয়ার রোডে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট হাউসগুলোও সরকার রিকুইজিশন করে নেয়। এরপর আর ফেরত দেওয়া হয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।

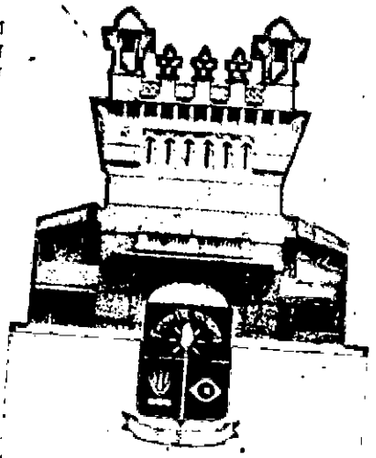

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে টঙ্গীর ফৈজাবাদ পুবাবার ও দক্ষিণখানে এক হাজার একর জমি কেনা হয়। জমির মূল্য বাবদ সে সময় ১০ লাখ টাকা পরিশোধও করা হয়। বিশাল এ জমির নেই কোনো কাগজপত্র। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রেও এর উল্লেখ নেই। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ ব্যাপারে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে কয়েকবার চিঠি দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। বর্তমানে এ জমির মূল্য হাজার কোটি টাকারও বেশি। এ ছাড়া ফজলুল হক হলের দক্ষিণে অবস্থিত খেলার মাঠ রেলওয়ে হাসপাতাল সম্প্রসারণের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এর পাশের আরও জমি দখল করে নেয় প্রভাবশালী-রা। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর কিছু অংশ উদ্ধার করলেও বড় অংশ এখনও বেদখল রয়ে গেছে।

১৯৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জাতীয় জাদুঘরকে ৩ একর জমি প্রদান করে। শর্ত ছিল, জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাদের ছেড়ে আসা এলাকার ৪ একর জমিসহ ভবনাদি বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করবে। কিন্তু জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ও সরকার সে জমি হস্তান্তর করেনি ঢাবিকে। এছাড়া ১৯৯২ সালে সরকার পরমাণু শক্তি কমিশনের পাশের জমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পরমাণু শক্তি কমিশনের জন্য আলাদা জায়গা বরাদ্দ করলেও ঢাবির জমি ছাড়েনি পরমাণু শক্তি কমিশন।

ফার্মগেটের কাছে গ্রিন রোডে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ দশমিক ৯৯ একর জমি রয়েছে। তবে এর বেশিরভাগই এখন বেদখলে। এসব জমি খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির নেতারা বস্তি হিসেবে ভাড়া দিচ্ছেন। এছাড়া গ্রিন রোডে আইবিএ হোস্টেলের সামনের গ্রিন সুপার মার্কেট, কাঁটাবন বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটের অধিকাংশ দোকানই রাজনৈতিক নেতারা নামমাত্র মূল্যে পজিশন ক্রয় করে ব্যবসা করছেন। এর বিপরীতে যে সামান্য ভাড়া ধার্য করা হয়েছে, তা-ও দেওয়া হয় না মাসের পর মাস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্তমানে অন্তত ৫টি মাজার ও খানকা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখল করে এসব খানকা গড়ে উঠলেও স্পর্শকাতর হওয়ায় উচ্ছেদে তাগাদা নেই কর্তৃপক্ষের। টিএসসি, দোয়েল চত্বর, শহীদ মিনারসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত এসব খানকা থেকে সরকারদলীয় প্রভাবশালীরা বিভিন্ন ইস্যুতে অনেক টাকা আদায় করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলের পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

ছোট হয়ে আসছে ঢাবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) জমিতে গড়ে উঠেছে বাবুপুরা পুলিশ ফাঁড়ি। এ জায়গায় পুলিশের জন্য ২০তলা ভবন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হলেও বর্তমানে তা স্থগিত আছে। এছাড়া স্যার এএফ রহমান হলের পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯ দশমিক ৭ একর জায়গা দখল করে আছে নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি। বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীরা ফাঁড়িটি স্থানান্তরের জন্য আন্দোলন করলেও এটি সরিয়ে নেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জায়গা দখল
করে রেখেছে দুটি বড় কোম্পানি। তমা কনস্ট্রাকশন ও মল্লিক কনস্ট্রাকশন নামের এ
দুটি কোম্পানি কোনো আর্থিক বিনিময় ছাড়াই স্রেফ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ম্যানেজ
করে দিনের পর দিন মাঠ দখল করে রেখেছে। সম্প্রতি মল্লিক কনস্ট্রাকশন মাঠ ছেড়ে
দিলেও তমার দখলের আয়তন উল্টো বাড়ছে প্রতিনিয়ত। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় সাধারণ
শিক্ষার্থীরা আন্দোলনও করেছেন। এর পরও নীরব প্রশাসন। এসব বিষয়ে জানতে চাইলে
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেট ম্যানেজার সুপ্রিয়া দাস জানান, কিছু জমি উদ্ধারে আইনি লড়াই
চলছে। এছাড়া অনেক জমিতেই এখন দখল প্রতিষ্ঠা করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমরা অনেক
জমি উদ্ধার করেছি। কিছু জমি উদ্ধারের প্রক্রিয়াও চলছে। তবে টঙ্গীর জমির বিষয়ে আমার
কিছু জানা নেই। স্টেট অফিস সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন জমির
পরিমাণ ২৫৮ দশমিক ২৮ একর। এর মধ্যে পরমাণু শক্তি কমিশন, জাতীয় জাদুঘর ও
একাধিক পুলিশ ফাঁড়ির অধীনে বেশ কিছু জমি রয়েছে। এর বাইরেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ বছরের চুক্তি হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটির কাছ
থেকে অবশ্য লিজ বাবদ মোটা অঙ্কের অর্থ পাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।